২৮

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ SEP 04 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

আরও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দেশের অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রমাণিত। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির নামে একশ্রেণীর শিক্ষাবণিক এসব বিশ্ববিদ্যালয় তুলেছে। শিক্ষা বাণিজ্য এখন রমরমা। এর একটি বড় সাক্ষ্য বর্তমানে ৫৪টি বেসর বিশ্ববিদ্যালয় থাকার পরও আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনদানের প্রক্রিয়া চলছে। ২৫টি প্রস্তাবনার মধ্যে ১৫টি বেছে নেয়া হয়েছে অনুমোদনদানের জন্য। নিতান্ত রাজনৈ চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিতে যাচ্ছে বলে খবরে প্রব পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়েছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে আছে ক্ষমত দলের কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি ও ব্যবসায়ী। তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই এসব প্রস্তাবনা করেছে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ নিয়ে জোর তদবির চলছে। উদে ও তদবিরকারীরা সরকারের মেয়াদকালের মধ্যেই অনুমোদন আদায় করে নিতে চা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যেসব পূর্বশর্ত আছে, কথিত ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় তার ব পূরণ করেছে জানা যায়নি। খবরে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসে রিপোর্ট পাঠিয়ে ইউজিসির একজন কর্মকর্তার মতে, অনুমোদন প্রত্যাশীদের ক্যাম্পাসগুলো ঘুরে দেখে হতাশ হয়েছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা হয়নি। এরপরও যদি রাজনৈ বিবেচনায় এগুলোর অনুমোদন দেয়া হয় তবে এসব নামকাওয়াস্তেই বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য হবে, লেখাপড়া বলতে কিছু হবে না।

অতীতে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর অধিকাংশই বিশ্ববিদ হয়নি। গালভরা নামের এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইমারী স্কুল এমনকি কোচিং সেন্টার হওয়ার যোগ প্রমাণ করতে পারেনি। যে ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখন আছে তার ৪১টির অ রাজধানীতে। এদের অনেকগুলোর ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে আউটার ক্যাম্পাস আছে। আবাসিক এলাকায় ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে নানা নামের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন শোভামান। এদের অধিকাংশেরই না আছে নিজস্ব ক্যাম্পাস, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো আর না ক্লাস রুম, চেয়ার-টেবিল, উপযুক্ত শিক্ষক, ল্যাব-ল্যাবরেটরি, গবেষণা ও ক্রীড়া বিনোদনের সু সুবিধা। অথচ বেতন ফি বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমান, ক্ষেত্রবিশেষে বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে অন্তত ৫০টি খাতে দেড় থেকে দু'লাখ টাকা হয়। কয়েক লাখ টাকা দিতে হয় কোর্স ফি। এছাড়াও আছে নানা উছিলায় অর্থ আদায়। অ এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলছে নির্বিচার প্রতারণা ও শোষণ। বেসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ২০০৩ সালে গঠিত একটি কমিটি পরের বছ রিপোর্ট দেয় তাতে অন্তরালের অনেক কিছুই বেরিয়ে আসে। তখন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যা সংখ্যা ছিল ৫২টি। কমিটি ৫২টির মধ্যে ৯টির মান সন্তোষজনক বলে অভিহিত করে। ৮টি যাচ্ছেতাই হওয়ায় অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। আর বাকি ৩৫টি বিশ্ববিদ্যা মানোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়ার পরামর্শ দেয়। বন্ধের জন্য সুপারিশকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনটির তহবিল নেই, কোনটির প্রয়োজনীয়সংখ্যক নেই। কোনটির তহবিল ও শিক্ষক কিছুই নেই। কোনটির আবার ক্যাম্পাস পর্যন্ত নেই। প্রত্যেকটিরই রয়েছে ভৌত অবকাঠামোগত ঘাটতি। সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতির নে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। এক সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি দু'টিকে রেহাই দিয়ে বাকি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করে। পরিতাপের বিষয়, দেড় বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে ওই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ কার্যকর হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানা টালবাহানার প মে মাসে বন্ধের চূড়ান্ত সুপারিশসহ একটি ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছে। জানা গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ ঠেকাতে কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি তদবির চালায়। তাদের চেষ্টা-ত এখনও অব্যাহত আছে। স্মরণ করা যেতে পারে, অনুমোদিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশই বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদন পেয়েছে এবং অভিযোগ আছে, অনুমো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে বন্ধের সুপারিশকৃত বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ বন্ধ করা হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অন্যদিকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সময় বেঁধে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল তাদের সে সময় বেঁধে দেয়া হ কিনা, হয়ে থাকলে ফলাফল কি হয়েছে, তারও কোন খবর নেই।

সরকারী দলের সমর্থক ও অনুগ্রহভাজনরাই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক। স দলের মন্ত্রী-এমপিরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে খুঁটি হিসেবে নিয়োজিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের প্রশ্রয়ের মধ্যে আছে। আর এ কারণেই এর মালিকরা স্ব প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান অগ্রাহ্য করে তাদের শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মিছিলে আরও ১৫টি শামিল হলে এবং বিরাজমান অবস্থা বহাল থ বেসরকারী পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সহজেই অনুমান করা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক সার্টিফিকেটধারী হয়তো বেরিয়ে আসবে; প্রকৃত শিক্ষিত খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিপুল অর্থ ব্যয়ে হাসিল করা সার্টিফিকেট কর্মজীবনে অসীম বিড়ম্বনায় পড়বে তারা। দেশে সরকারী বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম। প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যাও কম। অথচ উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যা প্রতি বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবশ্যক ও মহৎ একটি সিদ্ধান্ত আজ হিতের চেয়ে বিপরীত ফল দিচ্ছে। এর দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। উপযুক্ত নীতি-ব্যবস্থার ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতির কার্যকর নজরদারি-তদারকির অভাব এবং দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য কারণে বেসরকারী পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ কার্যতঃ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ একই সঙ্গে অনভিপ্রেত ও উদ্বেগজনক। আমরা এর অবসান চাই। বেসরকারী বিশ্ববি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব বিধিবিধান ও পূর্বশর্ত আছে তা যেমন সকল উদ্যোক্তাকেই মানতে তেমনি সরকারকে তা মানাতে বাধ্য করার ব্যবস্থাও নিতে হবে। প্রয়োজন বিধি পরিবর্তন-সংশোধন করতে হবে। অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান 'বিশ্ববিদ্যা মত' করতে হবে। শিক্ষার সুযোগ ও মানের ব্যাপারেও নজর দিতে হবে। নতুন বিশ্ববি অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানসম্পন্ন ও উন্নত করা জরুরী, না নতুন করে আরও বিশ্ববিদ্যা অনুমোদন দেয়া জরুরী, সেটা সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।